**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০১৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, কর্মকর্তাবৃন্দ,

সংস্থা প্রধানগণ এবং

উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।

উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে আমার প্রথম পরিদর্শন। আমি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেছি এবং পর্যায়ক্রমে বাকি সকল মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করব বলে আশা করছি।

আপনাদের সাথে মতবিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জানা। পাশাপাশি সরকার আপনাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সে সম্পর্কেও অবহিত করা।

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র ও পাটখাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কোটামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে উচ্চমূল্য সংযোজিত বস্ত্রপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বস্ত্রখাতের সার্বিক সুষম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

পাশাপাশি বাংলাদেশের ঐতিহ্য “সোনালি আঁশ” অর্থাৎ পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ২০০৯ সালে আমরা ‘‘আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তুবর্ষ” পালন করেছি।

আমার সরকারের বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পাট চাষে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও বস্ত্র ও পাট শিল্পের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হচ্ছে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পখাত থেকে। এ খাতের পশ্চাদ সংযোগ (Backward linkage) শিল্প হিসেবে প্রাথমিক বস্ত্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দেশের প্রাথমিক বস্ত্রখাত এবং রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক ও আনুষঙ্গিক শিল্প প্রায় ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রাথমিক বস্ত্রখাত এবং তৈরিপোশাক শিল্পে রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মূলত বেসরকারি খাতের প্রশংসনীয় উদ্যোগের ফলেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রণোদনা এ শিল্পের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

সম্প্রতি বস্ত্র পরিদপ্তরকে বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রদান করায় বস্ত্র পরিদপ্তরের কর্মক্ষেত্র এবং এর পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে। সে অনুযায়ী বিভিন্নমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বস্ত্র পরিদপ্তরে দ্রুততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন এবং অনলাইনে সকল রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরফলে বস্ত্র ও তৈরিপোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাগণ এখন সহজে এবং স্বল্প সময়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবেন।

এছাড়া বস্ত্রখাতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। একই সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রেশম ও তাঁত শিল্প, দারিদ্র বিমোচন এবং বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পরিবেশ বান্ধব ও পারিবারিক পরিমন্ডলে যুগ যুগ ধরে পরিচালিত তাঁত শিল্পের বিশাল ঐতিহ্য আছে। এ দেশের মসলিনের ইতিহাস জগৎ বিখ্যাত। তাঁতশিল্পে সব মিলিয়ে ১৫ লাখ নারী-পুরুষ কর্মরত থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে এটি বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে। এ শিল্পকে আধুনিক করা, দুঃস্থ তাঁতীদের ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সহযোগিতা করা এবং তাঁরা যেন ন্যায্যমূল্যে সুতা, রং ইত্যাদি পেতে পারেন তা দেখার দায়িত্ব আমাদের।

ইতোমধ্যে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যমান বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে “বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৩” প্রণয়ন করেছে।

এ পদক্ষেপের ফলে আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমি আশা করি। সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে অদূর ভবিষ্যতে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতও বস্ত্রশিল্পে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সহকর্মীবৃন্দ,

বর্তমান সরকারের গৃহীত রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল ২০২১ সালের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। এ ক্ষেত্রে পাটখাতের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পাটের ভূমিকা অপরিসীম। প্রায় ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতের উপর নির্ভরশীল।

এক সময় প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হত পাটখাত থেকে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব এবং এর সহজলভ্যতা ও তুলনামূলক স্বল্পদামের কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

তবে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপরিশোধিত বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক তন্তুজাত পণ্যের প্রতি পুনরায় বিশ্ব বাজারে আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

এ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন সম্ভব বলে আমি মনে করি। এ সম্ভাবনাময় খাতটির পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার শিল্পনীতি আদেশ ২০১০ এ পাটজাত পণ্যকে “অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত” হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

এছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে ৬টি নির্দিষ্ট পণ্য - ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি মোড়কীকরণে “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন, ২০১০” এবং “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩” প্রণয়ন করেছে।

এরফলে দেশের পাটশিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনারা জানেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উৎঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণালদ্ধ ফলাফলকে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত পণ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য পরবর্তীতে আরও উন্নত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি আশা করি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পাট বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এটি অত্যন্ত আশার কথা যে, বিগত ৪ বছরে ৫টি বন্ধ পাটকল চালু করা হয়েছে এবং বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে আরও কিছু বন্ধ মিল চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

যার ফলশ্রুতিতে দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাট থেকে মন্ড ও কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন, বিজেএমসি’র আওতায় পরিচালিত পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন, একই সাথে বিটিএমসি’র সুতাকলগুলো চালু করা এবং সেখান থেকে ন্যায্য মূল্যে তাঁতী ভাই-বোনদের সুতা দেওয়ার পথ প্রশস্ত করা, পাটখড়ি হতে বিকল্প উৎপাদনসহ বিভিন্ন যুগোপযোগী উদ্যোগ নিয়ে মন্ত্রণালয় দ্রুত অগ্রসর হবে বলে আমি আশা করি।

সহকর্মীবৃন্দ,

দেশ ও জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণ ভাবনায় সম্মিলিতভাবে কাজ করলে মন্ত্রণালয়ের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। সততা, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে আপনারা কাজ করবেন। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান -আসুন, আমরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের অর্থনীতির সম্ভাব্য শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্বমন্দা সত্বেও গত ৫ বছরে আমাদের জিডিপি ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছে।

আমাদের লক্ষ্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা। আসুন সকলে মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের “সোনার বাংলা” গড়ে তুলি।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...